খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 23 ❑ 22 Aug, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

গাইঘাটা ঢাকুরিয়া ভারতী বিদ্যাপীঠে শিক্ষককে আক্রমন সহকর্মী শিক্ষকের

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

সংবাদদাতা ঃ বছর কয়েক আগে চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া হাই স্কুলে পার্থ বিশ্বাস নামে জনৈক শিক্ষক বিদ্যালয়ে নবাগত শিক্ষক অসীম সরকারকে আক্রমন করেন। অভিযোগ, বিদ্যালয় কর্মী সংসদের সম্পাদক ও প্রবীণ শিক্ষক মলয় ঘোষ আক্রান্ত শিক্ষক অসীম বাবুকে রক্ষা করতে ছুটে এলে তাঁকেও তেড়ে যান পার্থবাবু। ঘটনাটি ঘটে খোদ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে'র কক্ষে। সেই সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সমিতির সদস্য ও প্রাক্তন সম্পাদক শিক্ষারত্ন দীপক মজুমদার। এলেকার একটি নামকরা স্কুলের এই ঘটনায় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষজন বড়ই বেদনাহত হন, কেউ কেউ প্রতিবাদে সরব হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থাই গ্রহন করে নি বলে অভিযোগ।

সম্প্রতি এধরনের একটি ঘটনা ঘটে গ্রামেরই ঢাকুরিয়া ভারতী বিদ্যাপীঠ স্কুলে। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন বিশ্বাসের কিছু কাজকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়ের গাছ বিক্রি, আমপান ঝড়ে ক্ষতির জন্য প্রায় দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ের যথেষ্ট হিসোব-নিকেশের গরমিল নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। কোন কোন শিক্ষক স্কুলে না এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করা এবং স্কুলে এলেও নির্দিষ্ট সময়ের আগে চলে যাওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। প্রধান শিক্ষকের মদতেই এসব অনিয়ম ঘটছে বলে অনেকের ধারনা। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে রয়েছেন। সমস্যা সমাধনে ব্লকের স্কুলে ইন্সপেক্টর সম্প্রতি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকে তাঁর অফিসে ডাকেন। সেখানে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিগণ উপস্থিত হলেও প্রধান শিক্ষক স্বপন বাবু উপস্থিত থাকেনি বলে জানা যায়। ফলে আলোচনা সভা ফলপ্রসূ হয়নি।

তৃতীয় পাতায়...

জাল লটারি নিয়ে ধরা পড়ল দুই যুবক

প্রতিনিধি ঃ জাল লটারির টিকিট এনে দোকান থেকে পুরস্কারের টাকা নিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়লো দুই যুবক। লটারি ব্যবসায়ী ঐ দুই যুবককে ধরতেই উদঘাটন হয় রহস্য। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার মতিগঞ্জ মোড়ে। গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রা। পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে বনগাঁ থানায় নিয়ে যায়।

লটারি ব্যবসায়ী জানিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় দুই যুবক এসে মেলা দুটি লটারি টিকিট দিয়ে বলেন, তাদের পুরস্কারের টাকা দিতে। সে সময় ব্যবসায়ির সন্দেহ হয়। টিকিটগুলি পরীক্ষা করে তারা দেখেন সেগুলি নকল। এরপরে তাদের ধরে রাখে। খবর পেয়ে এলাকার লোক জড় হয়ে তাদের মারধর করে।

অভিযোগ, একই নম্বরের দুটি লটারি নিয়ে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে প্রাইজ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল এই দুই যুবক। আগেও বনগাঁর বিভিন্ন দোকান থেকে একই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা। সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত। একজনের বাড়ি বারাসাত ও আরেকজনের বাড়ি গুমাতে।

সহপাঠীকে ধর্ষণের অভিযোগ, আটক অভিযুক্ত

প্রতিনিধি ঃ এমনিতেই আর জি কর কাণ্ডে তোলপাড় গোটা দেশ। এরই মধ্যে বছর ১৪র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তাঁরই সহপাঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ থানার গাঁড়াপোতা এলাকায়। অভিযুক্তের শাস্তি চেয়ে ইতিমধ্যেই ধর্ষিতা ওই নাবালিকার পরিবার পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে। তবে ঘটনার ছ'দিন পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি

তৃতীয় পাতায়...

আর জি করের প্রাক্তণ অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে বনগাঁয়

প্রতিনিধি ঃ আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস ভাবে খুন ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল গোটা রাজ্য। অভিযোগের উঠেছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধেও। তাঁর ভূমিকারও সমালোচনা হচ্ছে চারিদিকে। এবার বনগাঁতেও সন্দীপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে। কারণ সন্দীপের আদি বাড়ি বনগাঁ শহরে। তিনি বনগাঁ হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৮৯ সালে তিনি বনগাঁ হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। পেয়েছিলেন প্রায় ৭৯ শতাংশ নম্বর। সেই সূত্রে তাঁর নাম স্কুলের মেধা তালিকায় রয়েছে। সন্দীপের প্রাক্তন সহপাঠীরা অনেকে দাবি করেছেন, দোষ প্রমাণিত হলে ওই বোর্ড থেকে যেন তার নাম মুছে দেওয়া হয়।

সহপাঠীরা জানাচ্ছেন, উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে স্কুল থেকে বেরোনোর পর সহপাঠীদের সঙ্গে কার্যত দূরত্ব তৈরি করেছিল সন্দীপ। কোনরকম যোগাযোগ রাখত না। এক প্রাক্তন ছাত্রের কথায় 'ও নিজেকে এতটাই অন্য জগতের মানুষ মনে করত, আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইত না। তবে ছাত্র জীবনে শিক্ষকরা তাকে ভালো ছাত্র হিসেবেই জানতেন। বনগাঁ হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক দেবাশিস রায়চৌধুরী তাকে ছাত্র জীবনে পেয়েছিলেন।'

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
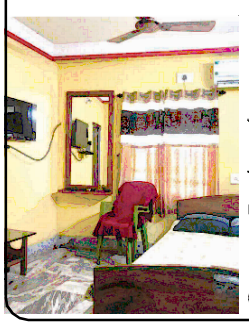
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

সরকারি জমি দখল নিয়ে তৃণমূল নেতার দাদাগিরি! মহিলাদের মারধরের অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যজুড়ে চলছে সরকারি জমি দখল মুক্ত অভিযান। এরই মধ্যে এবার সরকারি জমির দখল নিয়ে গোষ্ঠী দ্বন্দে জড়াল তৃণমূলের দু'পক্ষ। ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানায় দওপাড়া কলঘাট এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে দু'পক্ষই বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ, গন্ডগোলের সময় তৃণমূল নেতা সন্দীপ দেবনাথ এক মহিলার পেটে লাথি মারে। তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা জানিয়েছে ,এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সন্দীপবাবুর একটি সরকারি জমির উপর বিল্ডিং রয়েছে। তার পাশেই দীর্ঘদিন আগে এলাকার ছেলেরা বিল্ডিং তৈরি করলেও অর্থের অভাবে তা বন্ধ রেখেছিল। মঙ্গলবার সেই ঘর ফের তৈরি করতে গেলে বাধা দেয় সন্দীপ। বলে, ওই সরকারি জমির পেছনে, তার কেনা জমি রয়েছে। এরপরে এলাকার মহিলারা এসে প্রতিবাদ করে। অভিযোগ, সে সময় সন্দীপ বাইরে থেকে লোকজন এনে স্থানীয়দের বেধড়ক মারধর করে। যদিও পাল্টা তাকে মারধর করার অভিযোগ এনেছেন সন্দীপ। দু'পক্ষের মারধরের ঘটনায় কয়েকজন জখম হয়ে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি হয়। বুধবার অবশ্য তাদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় প্রতিবাদে বুধবার এলাকায় বিক্ষোভ করে স্থানীয়রা।

তৃতীয় পাতায়...

সম্মানহানি, অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ ডিইএল ইডি পরীক্ষায় ছাত্রীদের পোশাক খুলিয়ে চেকিং করানোর অভিযোগ উঠল। দিন কয়েক আগে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটার ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে এবার ডিইএলইডি পরীক্ষার সিট পড়েছিল। অভিযোগ, পরীক্ষা চলাকালীন চেকিং এর নামে মহিলাদের সম্মানহানি করা হয়েছে। এমনভাবে চেকিং করা হয়েছে যা নারী সম্ভ্রম আঘাত হয়েছে। এ বিষয়ে তারা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার চেকিং এর বিষয়টি ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে। তারা জানিয়েছিল, চেকিং এর বিষয়টি বেসরকারি এজেন্সি দিয়ে করানো হবে। সেই মতো বেসরকারি এজেন্সির সদস্যরা চেকিং করেছিল। অভিযোগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২৩ ❐ ২২ আগস্ট, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

রাজনীতি নয়; শুধুমাত্র জাস্টিস ফর আর জি কর

আর জি কর - এর পাশবিক ঘটনা নিয়ে গোটা দেশ আজ উত্তাল। কোলকাতা পুলিশের থেকে তদন্তের দায়িত্ব ভার গেল সিবিআই-এর কাছে। সুপ্রিম কোর্ট স্বতস্ফূর্ত ভাবে আর জি কর-এর মামলা গ্রহন করেছে। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি কতদূর, সে দিকেই তাকিয়ে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তার সংগঠন থেকে শুরু করে প্রতিবাদী আপামর জন সাধারণ সকলেই। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী তদন্ত এখনও অথৈ জলে। ধর্ষণ খুনের মামলার উপর আবার আর জি কর হাসপাতালের দুর্নীতির মামলা নতুন করে যুক্ত হয়েছে। প্রথম থেকে যে নির্মম নিষ্ঠুর বিষয় নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন চলছিল, তার সাথে দুর্নীতির মামলা যুক্ত হওয়ায় মূল ঘটনার তদন্তে প্রভাব পড়বে না তো! এটা প্রতিবাদী মানুষের প্রশ্ন। তিলোত্তমা কাণ্ডের বিচার চেয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার মূল সুর ছিল— আন্দোলনে যেন কোন রাজনৈতিক রং না লাগে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই মূল সুর যেন হারিয়ে যাচ্ছে। দিকে দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজস্ব ব্যানারে প্রতিবাদ আন্দোলন করে চেলেছে। চলছে মৌন মিছিল, সবাক মিছিল। তার মধ্যে বঙ্গের প্রধান বিরোধী দল আবার থানা ঘেরাও কর্মসূচি করে ফেলেছে। বিষয়টা এমন, সমস্ত দোষ যেন পুলিশের। কোন কোন প্রতিবাদীর কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে— 'আন্দোলনে তো রাজনৈতিক রং লাগবেই। রাজনীতির রং না লাগলে তো তারা ধান্দাবাজ!' এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। তিলোত্তমা কাণ্ড নিয়ে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছে। তাহলে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা কোথায়? এরই মধ্যে আবার কেউ কেউ নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। বিরোধী দলগুলি আবার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী তুলে আন্দোলন শুরু করেছে। কূটনীতিজ্ঞগণ আবার এই স্রোত বিপ্লবের মধ্যে প্রতিবেশীরাষ্ট্র বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ঘটনার গন্ধ খুঁজে পাচ্ছে। একটা দাবীকে সামনে রেখে আন্দোলনের স্রোত অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদী জনগণ তো সেটা চায়নি। চেয়েছে নির্মম-নিষ্ঠুর অমানবিক কাণ্ডে জড়িত দোষীরা যেন শাস্তি পায়। বিক্ষুব্ধ ডাক্তার প্রতিবাদী জনগনের একটাই দাবী— তিলোত্তমার বিচার। প্রকৃতদোষীর কঠোরতম শাস্তি। যে শাস্তি দেখে পরবর্তীতে এমন নারকীয় কাজ করতে যেন কেউ সাহস না পায়। তাই সকলেরই বর্তমান তিলোত্তমা কাণ্ডের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যানার ছেড়ে একটাই স্বর হোক— জাস্টিস ফর আর জি কর।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার ! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা হয়তো বা কল্পকথা।]

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

গত সপ্তাহের পর...

বাংলা চলচ্চিত্রের সুরকার হিসেবেও কমল দাশগুপ্ত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সুর দেওয়া ও গাওয়া 'তুফান মেল', শ্যামলের প্রেম', 'এই কি গো শেষ দান' চলচ্চিত্রের এ গানগুলি এককালে ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। অনেক হিন্দি ছায়াছবিতেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেন। তিনি প্রায় ৮০টি ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। আমেরিকার ওয়ার প্রপাগান্ডা ছবির নেপথ্য সঙ্গীতেও তিনি কাজ করেন। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তাঁর শেষ ছবি বধূবরণ।

কমল দাশগুপ্ত গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে গ্রামোফোন ডিস্কে তাঁর সুর দেওয়া বহু গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সেসবের মধ্যে 'সাঁঝের তারকা আমি', 'আমি ভোরের যূথিকা' গান দুটি সেই সময় তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই গান দুটি কমল দাশগুপ্ত নতুন গায়িকা যূথিকা রায়কে দিয়ে গাইয়ে ছিলেন।এই নারীকে কমল নিজে নতুন মাত্রার সুর সংযোজন করে গান দুটি গাইয়েছিলেন। দিনের পর দিন যূথিকাকে এই গান তুলিয়েছিলেন কমল। টানা দেড় মাস ধরে চলে রিহার্সাল।এর আগে পর্যন্ত বাংলা গানের রেকর্ডে বেজে এসেছিল হারমোনিয়াম আর তবলা। এই গানের ক্ষেত্রে ওয়েস্টার্ন অর্কেস্ট্রেশনের পরীক্ষা চালালেন কমল। তবলার ব্যবহার তুলে দিলেন। হারমোনিয়াম, ভায়োলিন, অর্গান আর পিয়ানোর মাধ্যমে হল মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট। দমদমে গ্রামোফোন কোম্পানির নতুন রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে গানদুটোর টেক হল।

চলবে...

যমজ মানুষের সমাজ তাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

ডিম্বাণু করোনা রেডিয়েটরকে ভেদ করার জন্য যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় তাতে প্রায় অধিকাংশ শুক্রাণু বিনষ্ট হয়। শেষে একটি মাত্র শক্তিশালী শুক্রানু প্রাচীরকে বিদীর্ণ করে ডিম্বানুর মধ্যে প্রবেশ করে নিষেক ঘটায়। একটি শুক্রাণু যখন ডিম্বানুর মধ্যে প্রবেশ করে তখন অন্য কোন শুক্রাণু ডিম্বানুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ শুক্রাণু শুধু মস্তক অংশটি ডিম্বানুর মধ্যে সহজেই যায়। লেজের অংশটি বাইরে থেকে যায়। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বানুকে ঘিরে একটি সুদৃঢ় ঝিল্লি তৈরি হয়। একেই নিষেক পর্দা (Fertilisation membrane) বলে।

অর্ধসর্বসম যমজ বা হাফ আইডেন্টিকাল টুইন বা পোলার বডি টুইনস : এই ধরনের যমজ আবার দুই ধরনের। প্রথমটি ডাইজাইগোটিক টুইন- যখন দুটি ডিম্বক নিষিক্ত হয়। দ্বিতীয়টি মনোজাইগোটিক (সর্বসম যমজ)- একটি নিষিদ্ধ ডিম্বক যখন ভেঙে যায়। কিন্তু যদি একটি ডিম্বক ভেঙে গিয়ে অনেকগুলি খন্ডে বিভক্ত হয়, প্রতিটি ডিম্বখন্ড শুক্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই ধরনের যমজ জন্মায়। একে আবার পোলার বডির প্রস্তাবিত তত্ত্ব বলা হয়। এক্ষেত্রে একশ শতাংশ ডিএনএ-র মিল থাকে।

ছেলে/মেয়ে সর্বসম যমজ (মনোজাইগোটিক) : এই ধরনের যমজ সব সময় যে কোনো একটি লিঙ্গের হবে। ছেলে কিংবা মেয়ে। এর ভ্রূণের গঠন হবে একক জাইগোট বা ভ্রূণানু থেকে। পুরুষ (XY) এবং স্ত্রী (XX) সেক্স ক্রোমোজোম থেকে। জিন পরিব্যপ্তির ফলে এরও ব্যতিক্রম হতে পারে।

মিরর ইমেজ টুইনস : এই ধরনের যমজ মনোজাইগোটিক ও একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকেই এর উৎপত্তি'ও নিষিক্ত হওয়ার এক সপ্তাহেরও আরো পরে যদি ডিম্বানু বিভাজিত হয়, সেক্ষেত্রে যমজ বিপরীত ও অপ্রতিসম বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মাবে। কম বেশি ২৫% সর্বসম যমজ বা আইডেন্টিক্যাল টুইন এই ধরনের।

প্যারাসাইটিক টুইন বা পরজীবি যমজ : এই ধরনের যমজ অপ্রতিসম ভাবে গঠিত হয়। একটি ভ্রূণ গঠন হবে ছোট, অসম্পূর্ণ গঠনযুক্ত ও স্বাস্থ্যবান, বড় ভ্রূণটির উপর নির্ভরশীল ও ছোট ভ্রূণটি অবগঠন এবং দেহের বাড়তি কলাকোষকে দেহের মধ্যে অগোছালো ভাবে সাজায়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও সরাসরি রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া চলতে থাকে হোস্ট বা বড় ভ্রূণ থেকে।

সেমিআইডেন্টিক্যাল টুইন বা আংশিক সর্বসম যমজ : ২০০৭ সালে একজোড়া তিন বছরের যমজ পাওয়া গিয়েছিল। তাদের মায়ের সঙ্গে ভীষণ মিল ছিল। যদিও অর্ধেক বাবার জিনযুক্ত। এই বিরল বৃদ্ধি হয় এমন দুটি শুক্র বা স্পার্ম নিষিক্ত করে একটি ডিম্বানুকে। এই নিষিক্ত ডিম্বাণু বিভাজিত হয়ে একটি যমজ তৈরি হয়। এই ভ্রূণের একটিতে শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়ের যন্ত্রাংশ থাকে। অর্থাৎ জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী। আরেকটি ভ্রূণ পুরুষ (অ্যানাটমিক্যালি মেল)। একটি ডিম্বাণুকে দুটি শুক্রাণু কিভাবে নিষিক্ত করল, সেটাই অবাক করা ঘটনা। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলেনা।

যে যমজের বিভিন্ন জন্মদিন : অনেক প্রসূতির একটি সন্তান প্রসব করে মধ্যরাতে এবং পরের সন্তান প্রসব করতে করতে দিনটি পাল্টে যায়ঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে পরের মাস ও বছর পড়ে যায়। সে ভাবেই জন্মদিন বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মাস বিভিন্ন বছর হয়ে যায়।

... সমাপ্ত

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

মানুষের বেঁচে থাকতে প্রাকৃতিক সহজলভ্য অনেক কিছুই প্রয়োজন হয়। যেমন মুক্ত বাতাস,অকৃত্রিম আলো, ঘরের মধ্যে বনসাই করা ছোট ছোট গাছের অক্সিজেন নয়। চাই সবুজ বনানীর বুক ভরা অক্সিজেন। এসব নিয়েই সেই আদিম যুগ থেকে মানুষ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এগুলো এখন অনেকের কাছেই ধরাছোঁয়ার বাইরে। হয়তো কোনও বিজ্ঞানী বলবেন, ''বিবর্তনের ধারায় মানুষ সবকিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। "এই ভাবেই সে বায়োলজিক্যাল ক্রিয়া-কর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।''

একটা চাষী মানুষের জীবন প্রকৃতির মধ্যেই বেড়ে ওঠে। ছোট থেকেই, মাঠ ঘাট গাছপালা, জলকাদা, নদী নালা নিয়েই তাকে বাঁচতে হয়। সেই মানুষটাকে কলকাতার কোনও হাইরাইজারের ফ্লাটে নিয়ে গিয়ে তুললে তার দম বন্ধ হয়ে আসবেই।

জীবনে বহু জায়গায় আমাকে ঘুরে ঘুরে বসবাস করতে হয়েছে। প্রথম বাইরে বেরিয়েছি দশ বছর বয়সেই। সে সময় আমার গ্রামের বাড়িতে যৌথ পরিবারে থাকতাম। বাবা কলকাতায় ব্যবসা করতেন। মুক্ত প্রাঙ্গণ, মুক্ত প্রকৃতি, মুক্ত বাতাস, সব আমার ধরাছোঁয়ার মধ্যেই ছিল। 'বলাই' যেমন একটা শিমুল গাছকে যত্ন করে বড় করে তুলছিল, আমি সেরকমটা করিনি। 'অপু' র মতো একটা লাঠির তরোয়াল নিয়ে গাছেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়িয়েছি বনবাদাড়ে। সেসবের মধ্যে দিয়েই বড় হচ্ছিলাম। আর মা, কাকি, পিসিদের প্রশ্রয়ে সরল মনটাকে দুষ্টু হওয়ার হাত থেকে ঠেকাতে পারিনি। তারপর বেশ কিছুদিন বাদে অভিভাবকদের মধ্যে শলা পরামর্শ চলল।

মা বলল, "তোকে কলকাতার বোর্ডিং হাউসে থেকে পড়তে হবে। এখানে থাকলে তুই বেরো হয়ে যাবি। পড়াশুনো কিছুই হবে না।"

'জমির উপরে আমি কোনও তারা নই!' আমি তখন এক সাধারন গ্রাম্য ছেলে। আগানে-বাগানে ঘুরে ঘুরে আমার মনের থেকে ভয়ডর চলে গিয়েছে। ' তারে জমিন পর' হিন্দি সিনেমার ছোট্ট অভিনেতা দর্শিল সাফারির মতো বলিনি," মা, আমি অন্ধকারকে খুব ভয় পাই। তুমি না থাকলে আমি ভয় পাব।"

খানিকটা সময় কী হতে চলেছে বোঝার চেষ্টা করলাম। তারপর মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে কলকাতার কোন স্কুলে ভর্তি করে দেবে?"

" দমদমে, বিবেকানন্দ মিশনারি ইনস্টিটিউশন।" মা আমার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে জানালো।

আমার চোখের কোণায় হাসির ঝিলিক দেখে মা জিজ্ঞাসা করল, "কেন, কী হয়েছে?

আমি একটু হেসে বললাম,"ভয় কী, ওখানে তো শম্ভুদা আছে। আমিও না হয় থাকব। কলকাতা তো, ওখানে ইলেকট্রিক লাইটের আলোয় ভুত আসতে পারেনা।"

"তুমি সেই আনন্দে থাকো। শম্ভুর কাছে শুনিসনি, ওখানে পড়াশোনা না করলে বেতের লাঠি দিয়ে বেদম মার মারে। সেই লাঠি সহ্য করতে পারবি তো!" মা এই কথা বলে ভাবল আমাকে জব্দ করতে পেরেছে।

আমি বলেছিলাম, " তোমাকে চিন্তা করতে হবেনা। ওটা আমি ম্যানেজ করে নেব।"

মা মিচকি হেসে, সেদিন আর কোনও কথা বলেনি।

পরে বুঝেছিলাম মার মিচকি হাসার কারণ কী! বোর্ডিং হাউসে গিয়ে একেবারে জেলখানায় বন্দী হয়ে গেলাম। রাস্তায় রাস্তায় চরে বেড়ানো ষাঁড়কে আটকে রাখা খুব মুশকিল! বাড়িতে আমবাগান, কাঠালবাগান, মাঠ ঘাট চরে বেড়াতাম। এখানে চরার জায়গাই নেই। ছোট্ট কম্পাউন্ড এর মধ্যে স্কুল, ছোট্ট একটা খেলার মাঠ। চারপাশে জেল খানার মতো উচু পাঁচিল, তার মধ্যে বোর্ডিং হাউস। ধরাবাঁধা জীবন। সকাল ছটায় ওঠো, হাতমুখ ধুয়ে প্রেয়ারে বসো। প্রেয়ার হয়ে গেলে পড়তে বসো।
নটা পর্যন্ত পড়ো, মাঝখানে দুখানা রুটি টিফিন খেয়ে নাও। তারপর স্নান করে ক্লাস রুমে যাও। মাঝখানে টিফিনের ঘন্টা পড়লে এসে খাবার ঘরে বসে খেয়ে নেও। দিন কবার।

সময়টা হচ্ছে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ। আমাকে ক্লাস ফাইভে দমদম মিশনারি ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিন বেডিংপত্র গুছিয়ে মা বাবা দুজনের সাথেই এসেছি। ডিসেম্বরের শেষ দিকে। তারিখটা মনে

চলবে...

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে 'তোমাদের পাশে আমরা'

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : হাড়কাঁপানো শীত হোক কিংবা দুর্গা পুজোর থেকে শুরু করে নতুন বছরের নতুন জামা, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বরাবরই ছুটে যায় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁর একদল পড়ুয়া। ইচ্ছে বলতে সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদের ভালো রাখা।

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অনেক

মানুষ আছে যারা তিন বেলা ঠিকমতো খেতে পারে না। সমাজের এমন কতিপয় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সমানে কাজ করে চলছে 'তোমাদের পাশে আমরা' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। নতুন জামা-কাপড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে এই অসহায় শিশুদের খাবার বিতরণের মাধ্যমে নিজেদের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছে পড়ুয়ারা।

স্বাধীনতার পরেরদিন অর্থাৎ শুক্রবার বাগদা থানার অন্তর্গত আমডোব এলাকার একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) এর পরিচালিত বিদ্যালয়, আরোগ্য সন্ধান নৃপেন্দ্র লীলাবতী সবর শিশু প্রাইমারি স্কুলে প্রায় ২০০টি ছাত্রছাত্রী সহ এলাকার একাধিক পিছিয়ে পড়া মানুষদের একবেলার খাবার বিতরণ করা হয়। এদিন সংগঠনের পড়ুয়াদের একাংশ জানান, "আজ আমরা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত প্রায় ২০০টি ছাত্রছাত্রী সহ এলাকার একাধিক পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য একবেলার খাবার ব্যবস্থা করতে পেরেছি।" আরো বলেন, "এই মানবিক কাজে আমাদের পাশে সবাই দাঁড়াতে পারেন। কারণ আপনাদের এগিয়ে আসা, আমাদের একমাত্র ভরসা।" উল্লেখ্য, করোনা কালের শুরুর দিকে অর্থাৎ ২০২০ সালে 'তোমাদের পাশে আমরা' সংগঠনের পথ চলা শুরু হয়। যা এবছর প্রায় ৪ বছরে পদার্পণ করলো। যদিও সরকারি ভাবে কোনো রকম সাহায্য না পেলেও কাজ থেমে থাকেনি সংগঠনের। তবে স্থানীয় অনেক মানুষকে পাশে পেয়েছেন পড়ুয়ারা। তাদের এই মানবিক উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসী।

মৃদঙ্গম এর রাখী বন্ধন উৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ বিগত বছরের মতো এবারও মহা সমারোহে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম। গত ১৯ আগষ্ট শ্রাবনী পূর্ণিমা তিথির দিনের অবিশ্রান্ত বর্ষণকে উপেক্ষা করেও অন্যান্য বছরের মতো এবারও মৃদঙ্গম এর ছোট বড় সকল সদস্যগণ গোবরডাঙার কর কেবিন মোড়ে উপস্থিত হয়ে রাখী বন্ধন উৎসবে অংশ নেয়। একটু বৃষ্টি কমলেই সদস্যগণ পথ চলতি মানুষজনকে রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সংস্থার কর্নধার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা বরুণ কর সহ উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দিনটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সংস্থার অন্যতম পরিচালিকা বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মৌমিতা দত্ত বণিক এর পরিচালনায় সংস্থার সদস্যগণ সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

ডেওপুল মিশন তপোবনে সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৫ আগষ্ট জাতির ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করলেন গাইঘাটার ডেওপুল মিশন তপোবন বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ। এদিন সকালে শিক্ষালয় প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিক্ষাব্রতী পম্পা রায়। নির্মিত শহীদ দেবীতে ফুল-মালা অর্পন করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিহত অমর শহীদদের স্মরন করেন সমবেত কচিকাঁচা পড়ুয়াগণ সহ উপস্থিত সকলে। মন্ত্র পাঠ সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবীদের স্মরন করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বিদ্যামন্দিরের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী সুভাষ মোহান্ত,

নাট্য সমন্বয় এর রাখী বন্ধন উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৯ আগষ্ট নানা অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে সম্প্রতি কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের এক তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসক অভয়ার প্রতি নারকীয় অত্যাচার এবং নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করেন গোবরডাঙা নাট্য সমন্বয় এর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ।

এদিন অপরাহ্নে সংগঠনের কয়েকশো সদস্য সদস্যা গোবরডাঙা ষ্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে সমবেত হয়ে রেলযাত্রী, দোকানী ও পথচলতি মানুষজনের হাতে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সমবেত বিভিন্ন সংগঠনের সদসগণ সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশন করেন। পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছোটদের উপস্থিতি ছিল নজর কাড়া।

অনুষ্ঠান অঙ্গনে আর জি কর কান্ডের নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে লাগানো We Want Justice, মহিলাদের নিরাপত্তা চাই, ধর্ষকদের ফাঁসি চাই, বর্বরতার বিচার চাই ইত্যাদি লেখা প্ল্যাকার্ড ও পোষ্টারগুলো সকলের নজর কাড়ে অনুষ্ঠান শেষে কয়েকশো নাট্য ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণের এর মৌন মিছিল গোবরডাঙা ষ্টেশন এলেকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। অন্যতম সংগঠক ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী জানান, শুধু পাশবিক অত্যাচার ও হত্যাকান্ডে নয়, ইতি পূর্বে তাঁদের সংগঠন এলেকার পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল করে তুলতে এলেকাবাসীর মধ্যে বৃক্ষ চারা বিতরণ ও বৃক্ষ চারা রোপন কর্মসূচী পালন করেছেন, এছাড়া ইতিপূর্বে কোভিড-১৯ ও আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়েছেন নাট্য সমন্বয়ের সদস্য সদস্যাগণ।

অনিয়মের অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

তার পর গত ১৬ আগষ্ট বিদ্যালয়ে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এদিন বিদ্যালয়ের অরূপ সাহা নামে এক শিক্ষক বিদ্যালয়ে এসেই চলে যান। জানা যায়, হাজিরা খাতায় তিনি স্কুল ত্যাগ করার সময় বেলা চারটা লিখে যান। এই সংবাদটি যে ভাবেই হোক ব্লকের স্কুল ইন্সপেক্টারের কানে পৌঁছায়। কর্মতৎপর বিদ্যালয় পরিদর্শক তৎক্ষনাৎ স্কুলে চলে আসেন এবং দেখেন শিক্ষক অরূপ সাহা স্কুলে নেই। পরদিন শনিবার অরূপ বাবু স্কুলে না এলেও বেলা পৌনে দুটো নাগাদ বারমুডা প্যান্ট পরে স্কুলে এসে মিড-ডে মিল রান্না করার চ্যালা কাঠ দিয়ে সহকর্মী শিক্ষক পলাশ সাঁতরার উপর আক্রমন হানেন বলে অভিযোগ। সহ কর্মীরা পলাশ বাবুকে রক্ষা করেন। অভিযোগ, সে সময় অরূপ বাবু মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। সম্ভবতঃ অরূপবাবুর সন্দেহ ছিল যে, পলাশ তাঁর স্কুল থেকে চলে যাওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। এদিন অবশ্য প্রধান শিক্ষক স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন। তবে তিনি সহ কর্মীদেরকে বেলা দুটো অবধি স্কুলে থাকার জন্য ফোনে জানিয়েছিলেন। সেদিন বিশেষ কারনে অরূপ বাবু বাড়ি চলে গিয়েছিলেন বলে জানান।

এদিনের এই আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়েন শিক্ষক পলাশ বাবু। সহকর্মীরা তৎক্ষনাৎ আহত পলাশ বাবুকে স্থানীয় চাঁদপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা করিয়ে পলাশ বাবু গাইঘাটা থানায় গিয়ে অরূপ বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। (Case No.- 745/24, Date-17/08/2024)। বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক তপন বর্ধন সহকর্মীর উপর এহেন আক্রমনের কঠোর নিন্দা করেন। অরূপ বাবু অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং তিনি মদ্যপ ছিলেন না বলেও জানান। পলাশ বাবু বলেন, এই আক্রমন পূর্ব পরিকল্পিত।

ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের পর ভারতী বিদ্যাপীঠেও শিক্ষকের উপর এহেন বর্বরোচিত আক্রমনের ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ অভিভাবক, গ্রামবাসী সহ এলেকার শিক্ষানুরাগী মানুষজন। সকলেই এর একটা বিহিত চান। না হলে গ্রামের এই প্রাচীন শিক্ষালয়টির হালও হাই স্কুলের মতো শিক্ষার্থীহীন শ্রী হীন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করেছেন। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি ও শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ জানান, বিষয়টি আমাদের কানে এসেছে। খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

তৃণমূল নেতার দাদাগিরি! মহিলাদের মারধরের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

তাদের দাবি, আমরাও তৃণমূল করি। সন্দীপ দলের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ নির্মাণ করেছে। ওই নির্মাণের পাশেই নির্মাণ তুলতে গেলে ভয় দেখিয়ে আমাদের এলাকার ছেলেদের দোকান করতে দিচ্ছে না। বহিরাগতদের এনে এলাকার মহিলাদেরও মারধর করেছে। ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছি। সন্দীপ দেবনাথ জানিয়েছেন, ওই এলাকায় সরকারি জমির উপর আমার কোন বিল্ডিং নেই। আমার জমির সামনের সরকারি জমিতে নির্মাণ কার্য করছিল। সরকারি জমিতে দখলদারিতে বাধা দিলে আমাকেই মারধর করে ওরা ও এর সঙ্গে গোষ্ঠি দ্বন্দ্বের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'সন্দীপ দেবনাথ মহিলার পেটে লাথি মেরেছে বলে শুনেছি। এটা ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এটাই ওদের কালচার।' জানা গিয়েছে, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন যুব সভাপতি তথা বর্তমান রাজ্য দাপুটে নেতা তৃণমূলের সন্দীপ দেবনাথ এক সময় বনগাঁ কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি ছিল।

অনুষ্ঠিত হলো আরেক থিয়েটারের নাট্যমেলা

সংবাদদাতা ঃ ১৭ এবং ১৮ আগস্ট গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন ষ্টুডিও গৃহে অনুষ্ঠিত হলো দুদিন ব্যাপী আরেক থিয়েটারের নাট্যমেলা। সিন্টু এবং তৃষার উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় নাট্যমেলা। আনুষ্ঠানিক ভাবে

নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যকার আশীষ চট্টোপাধ্যায় এবং উৎপল ফৌজদার। প্রথম দিন উদ্বোধনের পরে একটি সেমিনারের আয়োজন হয়। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন উদ্বোধক দুজনই। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'সাহিত্য থেকে নাটক এবং প্রয়োগে থিয়েটার'। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সেমিনার সমাপ্ত হলে আরেক থিয়েটারে পূর্ণাঙ্গ একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি ছিল পূর্ণাঙ্গ নাটক 'শব্দটি অভিধানে নেই '। নাটকটির লেখক এবং নির্দেশক সুকান্ত শর্মা। সমগ্র নাটকের মূলভাবনা ছিল ষড়রিপুর আকর্ষণে আবিষ্ট মানুষ। দ্বিতীয় দিনের নাট্যমেলায় দুটি নাটক ছিল— প্রথম নাটক আমন্ত্রিত নাট্য দল শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার। তাদের নাটক 'তারা প্রসন্নের কীর্তি' নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছোট গল্প অবলম্বনে। নাট্যকার এবং নির্দেশক আশিষ চট্টোপাধ্যায়। নাট্য মেলার শেষ নাটক আরেক থিয়েটারের নাটক 'আলো আঁধারে' নির্দেশক সুকান্ত শর্মা। নাট্য মেলার আর্থিক সহযোগিতায় ছিল 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ'।

ধর্ষণের অভিযোগ, আটক অভিযুক্ত

প্রথম পাতার পর

বলে অভিযোগ নির্যাতীতার পরিবারের। দোষীকে ধরার দাবিতে রবিবার বিকেল থেকে বনগাঁ বাগদা সড়কের গাড়াপোতা বাজার এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাদের অভিযোগ, টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে নাবালিকাকে মামার বাড়িতে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে ফাঁকা ঘরে সহপাঠী বান্ধবীকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। ঘটনার কথা কাউকে বললে ধর্ষিতাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ও দেয়। বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারকে অভিযুক্ত সহপাঠীর কুকীর্তির কথা জানায় নির্যাতীতা।

তারপরে ৬ দিন কেটে গেলেও অভিযুক্ত অধরা থাকায় ঘন্টাখানেক অবরোধ চলার পর অবরোধকারীরা জানান, পুলিশ চাপে পড়ে অভিযুক্তকে আটক করেছে। সে কারণেই তারা অবরোধ তুলে নিচ্ছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা অজু করে ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে বনগাঁয়

প্রথম পাতার পর

দেবাশীষবাবু জানান, একাদশ শ্রেণীতে সন্দীপ বনগাঁ হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তিনি ইংরেজি পড়াতেন। খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল সন্দীপ। তখন ২৩ টি মাত্র মেডিকেল কলেজ ছিল। তার মধ্যেও সে জয়েন্টে পাস করে মেডিকেলে সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে ছাত্র সন্দীপ ঘোষের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছেন না দেবাশীষ বাবু। তিনি বলেন, 'সন্দীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে ছাত্র সন্দীপকে মেলাতে কষ্ট হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে আশ্চর্যের।

সহপাঠীরা জানান, পড়াশুনায় খুব ভালো থাকলেও স্কুল জীবনে সহপাঠীদের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করতে চাইত না। তবে সেটা ছিল ছাত্র জীবনের কথা। সহপাঠীদের বক্তব্য' দোষ প্রমাণিত হলে সন্দীপের জন্য তাদের মাথা হেট হয়ে যাবে । বনগাঁ হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র পার্থ সারথী দে বলেন, 'আমি যখন বনগাঁ হাই স্কুলে পড়তাম, সন্দীপও তখন বনগাঁ হাই স্কুলে পড়তো। আমরা একই স্কুলের ছাত্র। যদি সত্যি দোষ প্রমাণিত হয় ওর বিরুদ্ধে, তাহলে স্কুলের কৃতি ছাত্রের তালিকা থেকে ওর নামটা মুছে দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত।

চাঁদপাড়ায় কংগ্রেসের পথ অবরোধ

নীরেশ ভৌমিক ঃ আর জি কর হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসকের নারকীয় হত্যার প্রতিবাদে এবং ধর্ষণ ও খুনের সঙ্গে জড়িত সকলের অনতিবিলম্বে কঠোর সাজা প্রদানের দাবিতে ২২ আগষ্ট অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজারে জাতীয় সড়ক যশোর রোড অবরোধ করেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা কর্মীগণ।

ব্লক কংগ্রেস সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়ের নেতৃত্ব বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করা হয়। পরে অনুষ্ঠিত পথ সভায় এই ঘটনায় রাজ্য সরকার ও রাজ্য পুলিশের কঠোর নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা শান্তিময় চক্রবর্তী, পার্থ রায়, ছিলেন মনতোষ সাহা, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, বীরেশ ভৌমিক, সুব্রত শূর প্রমুখ।

স্বাধীনতা দিবসে নানা অনুষ্ঠান নাবিক নাট্যমের

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ১৫ আগষ্ট দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতির ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে গোবরডাঙার অন্যতম প্রাচীন নাট্যদল নাবিক নাট্যম।

সংস্থা প্রঙ্গনে এদিন সকালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন গোবরডাঙার ভূতপূর্ব পৌর প্রধান ও শিক্ষক সুভাষ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বর্ষিয়ান সোমনাথ রাহা, সভাপতি শ্রীবনী সাহা, সম্পাদক অনিল মুখার্জী, নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদীপ কুমার সাহা, অশোক বিশ্বাস, সুব্রত কর্মকার ও শর্মিষ্ঠা সাধুখাঁ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দলের সদস্য কচি কাঁচারাও উপস্থিত ছিল।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন পৌরপতি সুভাষ দত্ত, বর্ষিয়ান সদস্য সোমনাথ রাহা ও নাট্য গুরু জীবন অধিকারী। এর পর উপস্থিত সকলে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। সংস্থার নবীন সদস্যগণ সারাদিন ব্যাপী আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মরণ করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন নাট্যগুরু জীবন অধিকারী, সংস্থার সভাপতি শ্রীবনী সাহা। বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা অবিন দত্তের পরিচালনায়, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মুকুলিকা গানের স্কুলে রাখী বন্ধন

সঞ্জিত সাহা ঃ রাখী বন্ধন উপলক্ষে এবারও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংস্কৃতির পীঠস্থান গোবরডাঙার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মুকুলিকা গানের স্কুলের সদস্যগণ। গত ২১ আগষ্ট অপরাহ্নে সংস্থার মহলাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্থার শিক্ষার্থীগণ ছাড়াও বেশ কয়েকজন অভিভাবকও অংশ গ্রহন করে।

দিনটির তাৎপর্য এবং আয়োজিত অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক বিশিষ্ট কবি ও লেখক পাঁচু গোপাল হাজরা, নাট্যব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী প্রমুখ।

সংস্থার কর্নধার ও বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষিকা অনিমা দাস মজুমদার সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সদস্যগণ উপস্থিতি সকলকে রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে।

অনুষ্ঠানে সংস্থার শিক্ষার্থী কচি-কাঁচারা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। বড়রা একক ও সমবেত সংগীতে অংশ নেয়। অনুষ্ঠান শেষে সম্প্রতি কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের এক পড়ুয়া চিকিৎসকের নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিবাদে উপস্থিত সকলে কালো ব্যাজ পরে শোকজ্ঞাপন করেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিবাদ ও দোষীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

তুমি কি ভাল আছ?

সুব্রত হীরা

আমার ডাক্তার বোনটির স্বপ্ন, করে দিল ওরা শেষ।
ভয়ঙ্কর এই মৃত্যু দেখেও, চুপ করে আছি বেশ।
বর্বরতার সব সীমা ছাড়িয়ে, করেছে নারীর অপমান।
সবকিছু দেখে সবকিছু বুঝে, জ্বলছে না তোমার প্রাণ?
আর কতকাল চুপ করে থেকে, শুনবে নারীর কান্না।
ঝড় তুলে দাও, রাজপথে নেমে প্রতিবাদের বন্যা।

এইতো সেদিন যাদবপুরে, মরেছিল এক সন্তান।
সব থেমে গেল, বিচার কি হল? ছাড়া পেল সব শয়তান।
এবার কিন্তু থেমো না বন্ধু, মিডিয়া কিংবা জনগণ।
তাহলে ওরা থেকে যাবে সব, হবে না ওদের অবসান।
প্রতিবাদ হোক রাস্তাঘাটে, প্রতিবাদ হোক বাসে ট্রেনে।
আমার সন্তান সুরক্ষিত থাকুক, আওয়াজ তোল এক প্রাণে।

সুবোধ সরকার কবিতা লেখে না, গায় না নচিকেতা গান।
বুদ্ধিজীবী সেজেছ তোমরা, বিকিয়েছ নিজের মান।
কারখানার লোভে সাবধান বাণী, ক্রিকেট মহারাজ সৌরভ।
ছাত্র-শিক্ষক হারিয়ে যায় নি, রেখেছে বাঙালির গৌরব।

মেয়েরা-মায়েরা নেমেছে রাস্তায়, ভুলেছে হাজার টাকার দান।
তুমিও পুরুষ হাতে হাত ধর, বাঁচাতে নারীর মান।
যখনই কোনো প্রভাবশালী, অপরাধী হয়ে যায়।
কেন্দ্র রাজ্য সবাই মিলে, ধামাচাপা দিতে চায়।
প্রতিবাদ করলে শাসক পুলিশ, নাশকতার গন্ধ পায়।
অপরাধী দেখ অপরাধ করে, দিব্যি ঘুরে বেড়ায়।
অর্থের বলে ক্ষমতার জোরে, ওরা করে ষড়যন্ত্র।
আমরা মরি বিচারের আশায়, এ কেমন গণতন্ত্র?
আর কতকাল শাসক তুমি, করবে পদাঘাত।
আমরা জাগিলে, থাকবে না তোমার লোভের রাজ্যপাট।

রাখী পূর্ণিমাতে ভালবাসার রাখী, পরাবো ভাইয়ের হাতে।
সব আশা-ভালবাসা ভেঙে দিল ওরা, অভিশপ্ত সেই রাতে।
আমার বোনের রক্তে ভিজেছে, আর.জি.কর হাসপাতাল।
আজ রক্তমাখা রাখী আমায়, পরিয়ে দিল মহাকাল।
লজ্জা করে না! পাশবিকতার কোনকিছু রাখনি বাকি।
ডাক্তার বোনের বিচার না পেলে, বাঁধবো না আমি রাখী।
এই অন্ধকার কেটে যাবে, আবার হবে নতুন সূর্যোদয়।
নাগরিক সমাজ জেগে উঠেছে, হয়েছে বোধদয়।

পার হয়ে গেল কতগুলো দিন, গ্রাম কেন তুমি নীরবে?
ওদের অপরাধে তোমার স্বজন, বিনা চিকিৎসায় মরবে।
আমরা তো বাপু গাঁয়ের মানুষ, বুঝি কি প্রতিবাদ?
ডাক্তার মেয়ের মৃত্যু আমাদের,করেছে হতবাক!
গাঁয়ের বোলে নিজেকে তোমরা, কেন করছ ক্ষান্ত?
তোমরা যদি না এগিয়ে আসো, হবে না এসব শান্ত।
তোমার পরিজন অসুস্থ হলে, ডাক্তারকেই পাশে পাই।
গ্রামে গ্রামে আওয়াজ তোলো, আমরাও বিচার চাই।
গ্রামের মানুষ শহরের মানুষ, হাতে হাত ধরে চলো।
"WE WANT JUSTICE", চিৎকার করে বলো।

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**